দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

12

পাঠ্য পুস্তকের দাম

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়গুলির মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা ও চড়ামূল্য। অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব ও অন্যান্য কারণে পাঠ্য পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি যোগাড় করতে পারে না বলে গরীব ঘরের বহু ছেলে-মেয়েই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাঝপথে বিপুল সংখ্যক ছাত্র পড়াশোনায় ক্ষান্তি দেয়ার আসল কারণ এটাই। এই সমস্যার সুরাহা যতদিন না হবে, ততদিন শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা পুরাপুরি ফলপ্রসূ হবে না।

আমাদের গরীব ও অনগ্রসর দেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কালোপযোগী শিক্ষার দ্রুত প্রসার অত্যাবশ্যক। একমাত্র শিক্ষিত জনশক্তিই জাতির ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারে, ত্বরান্বিত করতে পারে জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি। শিক্ষাই যে অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি, দেশে দেশে, যুগে যুগে এটা একটি বাস্তব ও পরীক্ষিত সত্য। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অর্জন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের বাড়াতে হবে শিক্ষিত জনশক্তির সংখ্যা।

দুঃখের ব্যাপার দেশবাসীর গরিষ্ঠ অংশের দারিদ্র্য শিক্ষা বিস্তারে একটি বড় বাধা হয়ে আছে। স্রেফ টাকার অভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রীই পাঠ্য পুস্তক কিনতে পারছে না। এই যেখানে বাস্তব অবস্থা, সেখানে পাঠ্য পুস্তকের ঘন ঘন মূল্যবৃদ্ধি সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, গত ১৭ বছরের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য পুস্তকের দাম আটবার বেড়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে দাম বেড়েছে একবার। মূল্যবৃদ্ধির হার মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩১.৮৪ শতাংশ থেকে ৪১.২৭ শতাংশ। প্রাথমিক স্তরে ১৯৮১ সাল থেকে পাঠ্য বই বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হচ্ছে।

শিক্ষার দ্রুত প্রসার পাঠ্য পুস্তকসহ সব রকম শিক্ষা উপকরণের সুলভতার উপর নির্ভরশীল। তাই দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে হলে পাঠ্য পুস্তকের সুলভতা নিশ্চিত করতে হবে, দাম রাখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের নাগালের মধ্যে। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে ভরতুকি দিতে হবে। এই ভরতুকি চূড়ান্ত বিচারে খুবই লাভজনক বলে প্রমাণিত হবে। পাঠ্য পুস্তকের দাম শুধু কম হলেই চলবে না, এগুলি উন্নতমানের এবং সবদিক দিয়ে আকর্ষণীয়, নির্ভুল আর টেকসইও হতে হবে। শিক্ষা বিস্তারের পথের সকল প্রতিবন্ধক ক্রমান্বয়ে দূর হবে বলে আমরা আশা করছি।